# কার দাবি ঠিক জানতে চান শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০১:৪২
আপডেট: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০১:৪২

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উন্নয়ন প্রকল্পের ‘টাকা ভাগাভাগি’র অভিযোগের সুষ্ঠু সুরাহা চান শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। ওই অভিযোগ ওঠার পর বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ এবং উপাচার্যের মধ্যে পাল্টাপাল্টি চ্যালেঞ্জের মধ্যেই নতুন একটি অডিও ফাঁস এবং জাবি ছাত্রলীগের দুই নেতার টাকা নেওয়ার স্বীকারোক্তিতে ঘটনা নতুন মোড় নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বলছেন, সুষ্ঠু তদন্ত হলে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপও চান তারা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হলে গণমাধ্যমে প্রকাশ পায়, উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের মধ্যস্থতায় তার বাসভবনে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগকে ২ কোটি টাকা ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়। গত কোরবানি ঈদের আগে এ ঘটনা ঘটে। এর পর উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর’-এর ব্যানারে আন্দোলনে নামেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

এরই মধ্যে গত শনিবার প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার উন্নয়নকাজ থেকে কয়েক শতাংশ চাঁদা দাবির অভিযোগ নিয়ে সমালোচনার মধ্যে ছাত্রলীগ সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন এবং সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানীকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে

ওই অভিযোগ অস্বীকার করে রাব্বানী বলেছেন, জাবির একটি টেন্ডারের ভাগ হিসেবে শাখা ছাত্রলীগকে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে জানতে পেরে তারা উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ওই চাঁদাবাজির সঙ্গে তাদের কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা ছিল না। জাবি ছাত্রলীগকে ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি চিঠিও দিয়েছিলেন। তাতে উপাচার্যের স্বামী ও ছেলের বিরুদ্ধে কমিশন বাণিজ্যের অভিযোগ আনেন রাব্বানী।

অন্যদিকে এ অভিযোগ অস্বীকার করে অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম বলেছেন, শোভন-রাব্বানী ঠিকাদারের কাছ থেকে কিছু শতাংশ (টাকা) নেওয়ার বিষয়ে আমাকে ইঙ্গিতও দিয়েছে।

কিন্তু আমার কাছে এসে তারা হতাশ হয়েছে। তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠিতে এ বিষয়ে যা লিখেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এরই মধ্যে টাকা ভাগাভাগি নিয়ে ছাত্রলীগের সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী ও শাখা ছাত্রলীগের দুই নেতার ফোনালাপের একটি অডিও ফাঁস হয়। সেখানে শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম বলেছেন, কে কত টাকা পাবে তা উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম তার বাসভবনে বৈঠক করে ঠিক করে দিয়েছেন। আরেক নেতা সহসভাপতি নিয়ামুল হক তাজও একই দাবি করেছেন। তারা দুজনেই দাবি করেন, শাখা সভাপতি-সম্পাদকের সঙ্গে তারা নিজেরাও সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এবং টাকার ভাগ পেয়েছেন। উপাচার্যের ছেলে প্রতীক তাজদিক হোসেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কমিশন বাণিজ্য করেছেনÑ এমনটাও দাবি করেন এই দুই নেতা। এ নিয়ে ত্রিমুখী বক্তব্য দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ ও উপাচার্য ফারজানা ইসলাম। নিজেরা টাকার ভাগ পেয়েছেন এমন কথা দুই নেতা স্বীকার করলেও শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি তা অস্বীকার করছেন।

টাকা দেওয়ার ঘটনা বরাবরের মতো অস্বীকার করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম। তিনি বলেন, ওরা ফোনালাপ করেছে আমাকে ও আমার পরিবারকে ফাঁসানোর জন্য। অনেক শিক্ষকও এর সঙ্গে জড়িত। আমি তাদের নাম বলব না।

এ অবস্থায় প্রকৃত ঘটনা তদন্তে বেরিয়ে আসুকÑ এমনটাই বলছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপন্থি শিক্ষক, ছাত্রলীগের একাংশ, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা ও সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

advertisement

শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি জুয়েল রানা বলেন, কেউ বলছে টাকা পেয়েছে, আবার কেউ অস্বীকার করছে। আসলে কারা টাকা পেয়েছে আর কারা পায়নি বা টাকা দেওয়া হয়েছে কিনাÑ এমন দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য তদন্ত কমিটি হতে পারে। এতে আমার কোনো সমস্যা নেই।

এ বিষয়ে উপাচার্যপন্থি শিক্ষক ও বঙ্গবন্ধু শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক বশির আহমেদ বলেন, আমরা মনে করি উপাচার্য এ ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত নন। তিনি চ্যালেঞ্জও করেছেন। সবাই পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করছে। আমরা এর অবসানের জন্য সুষ্ঠু তদন্ত চাই।

তবে তদন্ত কমিটি চাইলেও তা যেন লোকদেখানো না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে বলেছেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন, সব তদন্ত কমিটির ওপর ভরসা করা যায় না। সরকার যদি বিষয়টি ধামাচাপা দিতে চায় তবে এক ধরনের তদন্ত হবে; আর যদি আসল ঘটনা বের করে আনতে চায় তবে অন্যরকম তদন্ত হবে। এ জন্য বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।